জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত।

"সুলভাঃ পুরুষরাজন্ সততং প্রিয়ভাষিণঃ।
অপ্রিয়স্যচ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতাচ দুর্লভঃ॥"
"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যতৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত "ভাবদা স্কুলের"
প্রধান শিক্ষক
শ্রীউমেশচন্দ্র বিশ্বাস-
প্রণীত।

কলিকাতা, ১৯৫।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ
শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে,
শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যদ্বারা
মুদ্রিত।

মূল্য।• চারি আনা।

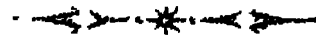
উৎসর্গ।

প্রিয় প্রাণকুমার ভায়া,

অপুত্রক মাতামহের ধনে দৌহিত্রই উত্তরাধিকারী। আমি চিরদরিদ্র, আমার এমন কিছু ধনসম্পত্তি নাই, উত্তরকালে তুমি যাহার উত্তরাধিকারী হইতে পার। তাই মনের ক্ষোভ নিবারণ করিবার জন্য আমার বহুপরিশ্রমের সঞ্চিতধন এই "জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত" তোমারই নামে উৎসর্গ করিলাম।

তোমার মাতামহ।

নিবেদন।



আমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতাকার্য্যে ব্যাপৃত আছি। অবকাশ সময়টী নানাবিধ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যাপন করিয়া থাকি। আমার বিদ্যাবুদ্ধির যতদূর সামর্থ্য, তদনুসারে সন্দিগ্ধ স্থলগুলি বুঝিতে চেষ্টা এবং সুযোগমতে কোন বিজ্ঞজনের নিকট জিজ্ঞাসা করি।

এই অবস্থায় গ্রন্থাবলীপাঠে আমার মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, তাহাই, চিরাভ্যস্ত কিঞ্চিৎ সঙ্গীতালোচনার ফলে স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত সঙ্গীতাকারে রচনা এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ কতিপয় টীকা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অতঃপর সঙ্গীত ও টীকাগুলি কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে দেখাইয়া তাঁহাদিগের আদেশ ও আগ্রহে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানীকে "জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত" নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম।

সঙ্গীতগুলির মধ্যে যাহা প্রতিপাদন করিয়াছি, টীকাগুলিই তাহার প্রাণস্বরূপ। এজন্য পাঠকগণ সমীপে প্রার্থনা যে, তাঁহারা টীকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন। প্রত্যেক সঙ্গীতে ও টীকাতে (১) (২) (৩) ইত্যাদিরূপে অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গীতের অঙ্কানুসারে তৎসদৃশ টীকার অঙ্ক দেখিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে।

এক্ষণে নিরপেক্ষ সুধীজনের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা অপক্ষপাতহৃদয়ে পুস্তকখানির সমালোচনা করিলে আমি পূর্ণমনোরথ হইব কিমধিকেনেতি।

ভাবদা। মুর্শিদাবাদ।
১৩১৯
৩০শে ভাদ্র।

বিনীত—
শ্রীউমেশচন্দ্র বিশ্বাস।

সংশোধন।

বিশেষ কারণে এই পুস্তকে কয়টী বর্ণাশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ, সেই অশুদ্ধি কয়টী অগ্রে কাটিয়া লইবেন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
রূপেতা	রুপেতা	৫	১৫
বৃহম্পাতি	বৃহস্পতি	৭	১৭
যাহরা	যাহারা	১৯	১০
মর্ডি	মর্ভি	২৩	১২
ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজঃ	২৪	৫
উদ্দরে	উদরে	২৫	১৫
উপর	উদর-	২৭	৯
বৃষ্টি	বৃদ্ধি	২৭	১০
কুশমূল	কুশমূল	৪৩	১১
বুংকুষ্ট	রুৎকৃষ্ট	৪৬	৭

জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত।

প্রথম সঙ্গীত।

ইমন্—তিওট।

একি অসম্ভব কথা বেদ-পুরাণেতে শুনি।
ভাবি সদাই, তাই গো সুধাই বল বল গো মুনি!।
জননীজঠরে থেকে কথা কও, (১)
দশ হাজার বর্ষ তপে রও, (২)
বিরোধী ইন্দ্রসনে, সৃজিলে তারাগণে, (৩)
হ'লো জন্মক্ষেত্র দ্রোণি (৪) হরিণী। (৫)

গণ্ডূষে সাগর-পান করিলে, (৬)
জগৎপতির বক্ষে পদ হানিলে, (৭)
ত্যজিয়ে গোলোকধাম, কাঁদিয়ে অবিরাম,
কমলা হ'লেন সাগরবাসিনী। (৮)
কু-আশায় কুয়াসা সৃষ্টি করিলে, (৯)
বিন্ধ্যাচলের দর্প হরিলে, (১০)
মৃত অসুর-দলে, বাঁচালে মন্ত্রবলে, (১১)
মানবী হ'লো শাপে পাষাণী। (১২)
ব্রহ্মশাপের ভয়ে হইয়ে ভীত,
স্বর্গে দেবকুল সদা কাঁপিত,
শাপ দিলে দ্বিজরাজে,(১৩) মৃত্যুপতি ধর্ম্মরাজে (১৪)
তাঁরা এলেন জন্ম নিতে এই অবনী।
তোমরা যদি এত শক্তি ধরিলে,
জঠর-জ্বালায় এ কি করিলে ?
খাইলে শ্বান-অন্ত্রে * রচিয়ে বেদমন্ত্রে,
প্রকাশ করিলে তাহা আপনি। (১৫)

* শ্বান-অন্ত্র—কুক্কুরের নাড়ী।

দশরথের বাণে পুত্র মরিলে,
কেন জীবনদান নাহি করিলে ? (১৬)
পিতৃকেশ উর্ব্বর ভূমি, দেবরাজ-স্থানে তুমি
চাহিলে কেন ব্রহ্মবাদিনী ? (১৭)
এ আবার কি কথা ওগো ! শুনাইলে,
প্রাণাধিক পুত্রে কেন বেচিলে ?
করিতে বলিদান, শুনে গো কাঁদে পরাণ,
উদরান্ন-জন্য নয়নমণি ! (১৮)
সত্যযুগে জন্ম হ'লো তোমাদের,
এ কথা কি সত্য বেদপুরাণের ?
অতিপ্রাকৃত * কর্ম্ম, বলায় কি আছে ধর্ম্ম,
আমরা মর্ম্ম তা কি না জানি।

* অতিপ্রাকৃত—অস্বাভাবিক

প্রথম সঙ্গীতের টীকা।

(ক) বামদেব ঋষি—

(১) মাতৃগর্ভস্থ বামদেব ঋষি মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছেন যে, আমি মাতার যোনিদেশ হইতে উৎপন্ন হইব না। মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া জন্মিব। তাঁহার মাতা ইহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রের মাতার ও ইন্দ্রের স্ত্রীর স্তব করেন। ইন্দ্রমাতা অদিতি ইন্দ্রের সহিত তথায় আসিলেন।

ইন্দ্র কহিতেছেন,—

"অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণো
যতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে।
অথশ্চিতা জনীষীষ্ট প্রবৃদ্ধো
মা মাতরম্ অনুয়া পত্তবেকঃ॥"

ঋগ্বেদসংহিতা ৪।১৮।১

অর্থাৎ,—

ঋষিপ্রবর! এই পথ অনাদি এবং পূর্ব্বাপর লব্ধ, সমস্ত দেবগণ এই পথে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি প্রবৃদ্ধ হইয়া এই পথ দিয়া জাত হও, তোমার মাতার পতন সাধন করিও না।

গর্ভস্থ বামদেব কহিতেছেন,—

"নাহমতো নিরয়া দুর্গ হৈতৎ
তিরশ্চতা পার্শ্বান্নির্গমানি।
বহূনি মে অকৃতা কর্ত্বানি
যুধ্যৈ ত্বেন সংত্বেন পৃচ্ছৈ॥"

ঋগ্বেদসংহিতা। ৪।১৮।২

অর্থাৎ,—

আমি এই পথ দিয়া বহির্গত হইব না ইহা অতিদুর্গম, আমি পার্শ্বভেদ করিয়া নির্গত হইব। আমাকে অন্যের অকৃত অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে। আমাকে একের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, একের সহিত বাদপ্রতিবাদ করিতে হইবে।

(খ) অষ্টাবক্র মুনি—

"তস্যা গর্ভঃ সমভবদগ্নিকল্পঃ সোঽধীয়ানং পিতরং চাপ্যুবাচ।
সর্ব্বাং রাত্রিমধ্যয়ং করোষি নেদং পিতঃ সম্যগিবোপবর্ত্ততে॥
বেদান্ সাঙ্গান্ সর্ব্বশাস্ত্রৈরপেতানধীতবানস্মি তব প্রসাদাৎ।
ইহৈব গর্ভে তেন পিতর্ব্রবীমি নেদং তত্ত্বং সম্যগিবোপবর্ত্ততে॥
উপালব্ধঃ শিষ্যমধ্যে মহর্ষিঃ স তং কোপাদুদরস্থং শশাপ।
যস্মাৎ কুক্ষৌ বর্ত্তমানো ব্রবীষি তস্মাদ্বক্রো ভবিতাস্যষ্টকৃত্বঃ॥
স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়দষ্টাবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহর্ষিঃ।"

মহাভারত। বনপর্ব্ব। ১৩২ অধ্যায়।

অর্থাৎ,—

একদা সুতার গর্ভস্থিত হুতাশন প্রভাবসম্পন্ন বালক মাতৃ-গর্ভ হইতে অধ্যয়নশীল স্বীয় পিতা কহোড়কে কহিলেন,—"হে তাত! আপনি সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করেন, কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক্ হয় না। আমি আপনার প্রসাদে এই গর্ভাবস্থাতেই সমুদায় সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ও সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; অত-এব আমি শ্রবণ করিতেছি, আপনার উত্তম রূপ হইতেছে না।" মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণমধ্যে গর্ভস্থ বালককর্ত্তৃক এইরূপে অবমানিত হইয়া রোষভরে তাহাকে শাপপ্রদান করিলেন; "তুমি গর্ভে থাকিয়া আমার প্রতি এইরূপ অবমাননাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমার কলেবর অষ্ট স্থানে বক্র হইবে।" কহোড়নন্দন পিতার শাপানুসারে বক্র হইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অষ্টাবক্র বলিয়া বিখ্যাত হয়।

(গ) উতথ্য কুমার মুনি—

"উবাচ মমতা তন্তু দেবরং বদতাং বরম্।
অন্তর্ব্বত্নী ত্বহং ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেনারম্যতামিতি॥
অয়ঞ্চ মে মহাভাগ কুক্ষাবেব বৃহস্পতে।
ঔতথ্যে বেদমত্রাপি ষড়ঙ্গং প্রত্যধীয়ত॥

অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি দ্বয়োর্নাস্ত্যত্র সম্ভবঃ।
তস্মাদেবং গতে ত্বদ্য উপারমিতুমর্হসি॥
এবমুক্তস্তদা সম্যক্ বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
কামাত্মানং তদাত্মানং ন শশাক নিয়চ্ছিতুম্॥
স বভূব ততঃ কামী তয়া সার্দ্ধমকাময়া।
উৎসৃজন্তন্তু তং রেতঃ গর্ভস্থোঽভ্যভাষত॥
ভোস্তাত মা গমঃ কামং দ্বয়োর্নাস্তীহ সম্ভবঃ।
অল্পাবকাশো ভগবন্ পূর্ব্বঞ্চাহমিহাগতঃ॥
অমোঘরেতাশ্চ ভবান্ ন পীড়াং কর্ত্তুমর্হতি।
অশ্রুত্বৈব তু তদ্বাক্যং গর্ভস্থস্য বৃহস্পতিঃ

মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১০৪ অধ্যায়।

মমতা দেবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে মহাভাগ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠের সহযোগে অন্তর্বত্নী হইয়াছি, অতএব রমণেচ্ছা সংবরণ কর। আমার গর্ভস্থ উতথ্যকুমার কুক্ষিমধ্যেই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তুমিও অমোঘরেতাঃ, এক গর্ভে দুইজনের সম্ভব নিতান্ত অসম্ভব। অতএব অদ্য এই দুর্ব্ব্যবসায় (দুরভিসন্ধি) হইতে নিবৃত্ত হও।" বৃহস্পতি মদন-বাণে নিতান্ত আহত ও সাতিশয় অধীর হইয়াছিলেন, সুতরাং

স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে কোন ক্রমেই স্থির করিতে না পারিয়া মমতার অসম্মতি থাকিলেও তিনি বলপূর্ব্বক তাহাতে আসক্ত হইলেন। অনন্তর গর্ভস্থ ঋষি-কুমার বৃহস্পতিকে কামক্রীড়ায় আসক্ত দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! মদনবেগ সংবরণ করুন। অল্প পরিসর কুক্ষিতে উভয়ের অবস্থিতি অত্যন্ত অসম্ভব। আমি পূর্ব্বে এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব অমোঘ রেতঃ-পাত দ্বারা আমাকে পীড়িত করা আপনার নিতান্ত অযোগ্য কর্ম্ম হইতেছে সন্দেহ নাই।

(২) "স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণির্মহামুনিঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষো জলাশয়ে॥"

বাল্মীকিরামায়ণ। আরণ্যকাণ্ড ১১।১২

অর্থাৎ,—

সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি জলাশয়ে থাকিয়া বায়ুভক্ষণ-পূর্ব্বক দশহাজার বৎসর উগ্রতপস্যা করেন।

কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতায় ঋষিগণ একশত বর্ষ পরমায়ুর জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। যথা—

"অস্মে প্রয়ং ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিংদ্র
রায়ো বিশ্ববারস্য ভূবেঃ।

অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা
অস্মে বীরাঞ্ছশ্বত ইংন্দ্র শিপ্রিন্॥"

ঋগ্বেদসংহিতা। ৩।৩৬।১০

অর্থাৎ,—

হে মঘবন্! হে ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি সকলের বরণীয়, প্রভূত ধন দান কর, আমাদের জীবনের জন্য শতবৎসর প্রদান কর, হে সুন্দরহনুবিশিস্ট ইন্দ্র! আমাদের বহু বীরপুত্র প্রদান কর।

ঋগ্বেদ সংহিতায় আরও অনেক স্থানে মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ একশতবৎসর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে ঋক্-উদ্ধৃত না করিয়া নিম্নে সেই সেই স্থানগুলি সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম

ঋগ্বেদ-সংহিতা	৫ম	মণ্ডল	৫৪	সূক্ত	১৫	ঋক্
,,	৬	,,	৪	,,	৮	,,
,,	৬	,,	১০	,,	৭	,,
,,	৬	,,	১৮	,,	১৫	,,
,,	৭	,,	৬৬	,,	১৬	,,
,,	৭	,,	১০১	,,	৬	,,
,,	১০	,,	৮৫	,,	৩৯	,,
,,	১০	,,	১৬১	,,	২	,,

ঋষিদিগের সহস্রাধিক বৎসর পরমায়ুর পরিমাণ পৌরাণিক-দিগের কি গল্পকথা ?

(৬) "সৃজন্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীনপরান্ পুনঃ।
নক্ষত্রবংশমপরমসৃজৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥"

বাল্মীকিরামায়ণ। আদিকাণ্ড।৬০।৬১

অর্থাৎ,—

বিশ্বামিত্র ঋষি পরে ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া এবং দ্বিতীয় সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইয়া দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক মার্গস্থ অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল ও অপর সপ্তবিংশতি নক্ষত্রমালা সৃষ্টি করিলেন।

যিনি দ্বিতীয় সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল ও সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সৃষ্টি করিলেন, তিনি আবার জঠরজ্বালায় কুক্কুরের মাংস খাইয়াছিলেন ;—

"ক্ষুধার্ত্তশ্চাত্তুমভ্যাগাদ্বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্।
চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ ॥"

মনুসংহিতা। ১০।১০৮

অর্থাৎ,—

ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে বিচক্ষণ বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষুধায় কাতর হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে কুক্কুরের জঘনের মাংস লইয়া ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হন।

(৪) হে মহারাজ! ভারতবর্ষের উত্তরসীমায় পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ হিমালয়নামে পর্ব্বত আছে, তথা হইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গতা হইতেছেন। পূর্ব্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন। তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণসমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরাগ্রগণ্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল। দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রস্থিত বসন উড্ডীয়মান হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনমদদৃপ্তা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জ্জরিত হইলেন। দুর্জ্জয় কুসুমশরের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ এক দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই বীর্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া ঐ পুত্রের নাম দ্রোণ রাখিলেন।

মহাভারত। ৺কালীসিংহের অনুবাদ। সম্ভবপর্ব্ব। ১৩০ অধ্যায়।

(৫) দেবকল্প স্থবিরাভিমত কশ্যপতনয় বিভাণ্ডক ঋষি বাল্যাবস্থায় মহাহ্রদে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা উর্ব্বশীকে নয়ন-গোচর করিয়া তাঁহার রেতঃস্খলন হইবামাত্র সলিলে অবগাহন করিলেন

সেই সময়ে এক মৃগী জলপান করিতে আসিয়াছিল, সে জলের সহিত ঐ রেতঃ পান করিয়া গর্ভিণী হইল। সেই মৃগী একজন দেবকন্যা ছিল ; ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, তুমি মৃগী হইয়া একটী তপস্বী পুত্র প্রসবানন্তর বিমুক্ত হইবে। বিধিবাক্যের অমোঘত্ব ও ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ সেই হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিরোদেশে একটি শৃঙ্গ ছিল, এই নিমিত্ত তিনি "ঋষ্যশৃঙ্গ" বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

মহাভারত। ৬কালীসিংহের অনুবাদ। সম্ভবপর্ব্ব। ১০৯ অধ্যায়।

(৬) "সমুদ্রং স সমাসাদ্য বারুণির্ভগবানৃষিঃ।
উবাচ সহি তান্ দেবানৃষীংশ্চৈব সমাগতান্॥
অহং লোকহিতার্থং বৈ পিবামি বরুণালয়ম্।
ভবদ্ভির্যদনুষ্ঠেয়ং তচ্ছীঘ্রং সম্বিধীয়তাম্॥
এতাবদুক্ত্বা বচনং মৈত্রাবরুণিরচ্যুতঃ।
সমুদ্রমপিবৎ ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ॥
পীয়মানং সমুদ্রং তং সেন্দ্রাশ্চৈব তদামরাঃ॥
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ স্তুতিভিশ্চাপ্যপূজয়ন্॥"

মহাভারত। তীর্থযাত্রাপর্ব্ব। ১০৪ অধ্যায়।

অর্থাৎ,—

ভগবান্ অগস্ত্য তখন সমাগত দেবগণ ও ঋষিদিগকে কহিলেন, আমি লোকহিতার্থে সাগর-বারি পান করিব, তোমরা সত্বরে আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। মহর্ষি এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে সর্ব্বলোক-সমক্ষে পয়োনিধির সমস্ত সলিল নিঃশেষিত করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ যুগপৎ-হর্ষ-বিস্ময়ে সাতিশয় অভিভূত হইয়া অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন।

(৭) "শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ।
তত উত্থায় ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা সতাং গতিঃ॥
স্বতল্পাদবরুহ্যাথ ননাম শিরসা মুনিম্।
আহ তে স্বাগতং ব্রহ্মন্ নিষীদাত্রাসনে ক্ষণম্॥
অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্।১০ম।৮৯।৮-৯

অর্থাৎ,—

জনার্দ্দন লক্ষ্মীর সহিত পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন, ভৃগুমুনি তথায় গিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন, অনন্তর সজ্জনাশ্রয় ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা গিয়া প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! হে প্রভো! এই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন,

আপনি যে আসিয়াছেন, তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, অতএব তদ্বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

(৮) "অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদসিন্ধু মন্থনবৃত্তান্ত ॥
পারিজাত মাল্য দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্রগলে দিল ॥
গজরাজ আরোহণে ছিল পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর ॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুমতি নাহি জানে মাল্য মুনিদত্ত ॥
শুণ্ডে জড়াইয়া ফেলাইল ভূমিতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে ॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত পুষ্পরাজ ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥
সম্পদে হইয়ে মত্ত তুচ্ছ করে মোরে।
দিল শাপ লক্ষ্মীহত হবে পুরন্দরে ॥
ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডলে ॥"

কাশীদাসের মহাভারত। আদিপর্ব্ব।

এই বিষয়টি বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে, যে—দুর্ব্বাসা ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন অপ্সরার হস্তে এক ছড়া সন্তানকপুষ্পের মালা দেখিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইলেন। ঐ মালা ঐরাবতমস্তকে রক্ষা করিলেন। ঐরাবত তাহা ভূতলে ফেলিয়া দেয়। তজ্জন্য দুর্ব্বাসা ঋষি কুপিত হইয়া দেবরাজকে শাপ দেন। ইন্দ্র সেই শাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন। লক্ষ্মী নারায়ণকে ত্যাগ করিয়া জলধির অতল জলে গিয়া বাস করেন।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে, তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহাতেজা মহর্ষি দুর্ব্বাসা অম্বরীষ রাজাকে বিনাশ করিতে গিয়া ঘোর বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। এবং যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে শাপ দিয়া লক্ষ্মীকে সাগরতলে বাস করাইলেন, তিনিই আবার অম্বরীষের চরণধারণ পূর্ব্বক জীবনরক্ষা করিলেন।

"এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্ব্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ॥
তস্য সোদ্যমমাবীক্ষ্য পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ।
অস্তাবীত্তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশং॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্।৯স্ক।৫অ।১।২

অর্থাৎ,—

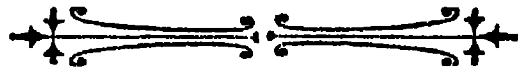
দুর্ব্বাসা ঋষি এইরূপে চক্র-তাপিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশক্রমে অম্বরীষের নিকট গমনপূর্ব্বক দুঃখিতহৃদয়ে তাঁহার চরণধারণ করিলেন।

ব্রাহ্মণে পাদস্পর্শ করাতে রাজর্ষি অম্বরীষ সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার কাতরতা দর্শনে অতীব পীড়িত হইয়া ভগবচ্চক্রের স্তব আরম্ভ করিলেন।

(৯) একদা পরাশর ঋষি তীর্থপর্য্যটনক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মুনি-জন-মনোহারিণী সুচারু-হাসিনী দাসনন্দিনীকে দেখিবামাত্র মদনবেদনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। সে কহিল ভগবন্! ঐ দেখুন নদীর উভয়পারে পার হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ উপস্থিত আছেন; এ অবসরে কিরূপে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তাহার এই কথাগুলি শুনিয়া ঋষিবর পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রদেশকে তমোময় করিলেন। ঋষি-সৃষ্ট কুজ্ঝটিকাদর্শনে কন্যা লজ্জিতা ও বিস্ময়াবিশিষ্টা হইয়া কহিল, ভগবন্! আমি পিতার অধীন, অদ্যাবধি আমার বিবাহ হয় নাই, আপনার সহযোগে আমার কুমারীভাব

দূষিত হইবে। কন্যাভাব দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে প্রবেশ করিব এবং কিপ্রকারেই বা লোক-সমাজে জীবনধারণ করিব। হে ভগবন্! এই সমস্ত আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া যাহা উচিত হয় বিধান করুন। পরাশর শুনিয়া প্রীতমনে কন্যাকে কহিলেন হে ভীরু! আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।

মহাভারত।
৺কালীসিংহের অনুবাদ।
আদিপর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়।



(১০) "তখন সকল লোক একত্র হইয়া।
অগস্ত্যমুনির পদে নিবেদিল গিয়া॥
বিন্ধ্যগিরি চন্দ্রসূর্য্য-পথ রুদ্ধ করে।
তোমা বিনা কে তারে এ সঙ্কট-সাগরে॥
রক্ষা কর মুনিবর হয় সর্ব্বনাশ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি দিলেন আশ্বাস॥

বিন্ধ্যগিরি-সমীপে চলিল তপোধন।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন॥
হেট মাথা করি বিন্ধ্যগিরি প্রণমিল।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল॥
দক্ষিণ হইতে আমি যাবৎ না ফিরি।
এই ভাবে থাক তুমি ওহে বিন্ধ্যগিরি॥
এত বলি মুনিবর করিলা গমন।
পুনঃ সে উত্তরে না আসিল কদাচন॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া না উঠে বিন্ধ্যাচল।
রক্ষিলেন সৃষ্টি মুনি করিয়া কৌশল॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।



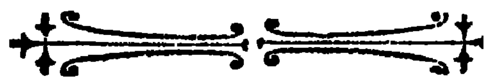
(১১) পূর্ব্বে এই চরাচর বিশ্বরাজ্য-লাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা জিগীষাপরবশ হইয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠান-কার্য্যে পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যকে তৎকর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিলেন। এরূপ কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন

বলিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ইহাঁরা প্রতিনিয়ত প্রতিস্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুরসংহার করিতেন, শুক্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতেন, সেই সকল পুনর্জ্জীবিত অসুরেরা উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত সংগ্রাম করিত। কিন্তু অসুরেরা যে সকল দেবতার প্রাণনাশ * করিত, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি আর তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না।

মহাভারত।
৺কালীসিংহের অনুবাদ ৭৬ অধ্যায়।



* দেবতাদিগের একটি নাম অমর। অমর অর্থাৎ যাহরা মরে না। কিন্তু অসুর-যুদ্ধে দেবতারা মরিলেন। এ আবার কোন্ দেবতারা ?



(১২) "তথা দৃষ্ট্বা চ ব�ৈ শক্রং ভার্য্যামপিচ শপ্তবান্।
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যতি॥
বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রয়েঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥
যদৈতচ্চ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি॥

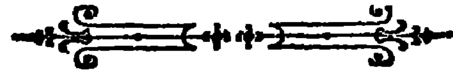
বাল্মীকি-রামায়ণম্।
আদিকাণ্ড ৪৮ সর্গ। ২৯—৩১

"অহল্যাকে শাপ দিলেন ক্রোধে মুনিবর
কাননেতে তোর তনু হউক প্রস্তর॥
অহল্যা চরণে ধরি কহিলা তখন।
কত কালে হ'বে মোর শাপবিমোচন॥
অহল্যাকে কাতরা দেখিয়া তপোধন।
কহিলেন মম শাপ না হয় খণ্ডন॥
জন্মিবেন যবে রাম দশরথঘরে।
বিশ্বামিত্র লয়ে যাবে যজ্ঞ দেখিবারে।

জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত।

তোমার মাথায় পদ দিবেন যখন।
তখনি হইবে মুক্ত না কর ক্রন্দন॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণ।
আদিকাণ্ড।



(১৩) রোহিণীসহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেন কালে গর্গমুনি সেই খানে গেল॥
মদনে মোহিত চন্দ্র অন্যমন ছিল।
গর্গমুনি দেখি চন্দ্র পূজা না করিল॥

* * *

ক্রোধে এই শাপ দিল গর্গ মুনিবর।
মনুষ্যলোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনীর পতি।
অশেষবিশেষে করেঁ মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর॥

কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কত দিনে মুক্ত হ'য়ে আসি এথাকারে॥
তুষ্ট হ'য়ে বলে তবে গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর॥
অর্জ্জুনের পুত্র হ'বে সুভদ্রা-উদরে।
করিয়ে বীরের কার্য্য পড়িয়ে সমরে॥
সম্মুখসংগ্রামে পড়ি ত্যজিয়ে জীবন।
ষোড়শবৎসর-অন্তে পুনরাগমন॥"

কাশীরামদাসের মহাভারত।
দ্রোণপর্ব্ব।



(১৪) "ধর্ম্মরাজ কহিলেন তপোধন! আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনীমাণ্ডব্য কহিলেন ধর্ম্মরাজ! তুমি আমার লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। * * * ধর্ম্মরাজ



স্বীয় অপরাধে মহাত্মা অনীমাণ্ডব্যকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিদুর-রূপে শূদ্র-যোনিতে (দাসীগর্ভে) জন্মগ্রহণ করিলেন।"

মহাভারত।
৺কালীসিংহের অনুবাদ।
আদিপর্ব্ব ১০৮ অধ্যায়।



(১৫) বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে বাসকালে একদিন সুর-পতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"আমি মাতার যোনিদেশ দিয়া উৎপন্ন হইব না, মাতার পার্শ্বভেদ করিয়া জন্মিব।"

এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ঋষিবর আবার কাতরস্বরে বলিতেছেন—

"অবর্ত্ত্যা শুনঃ আন্ত্রাণি পেচে
ন দেবেষু বিবিদে মর্ড়িতারম্॥"

ঋগ্বেদসংহিতা।৪।১৮।১৩

অর্থাৎ,—

আমি জীবনোপায়-অভাবে কুক্কুরের অন্ত্র পাক করিয়া খাইয়াছি। দেবতার আরাধনা করিয়া ধনলাভ করিতে পারি নাই।

আবার যে মহাতপা ভরদ্বাজ ঋষির অমোঘবীর্য্যে কলসী-মধ্যে দ্রোণাচার্য্যের সম্ভব হইয়াছিল, তিনিই জঠরজ্বালায় কাতর হইয়া বৃধুসূত্রধরের নিকট গোভিক্ষা লইয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন ;—

"ভরদ্বাজ ক্ষুধার্ত্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষো মহাতপাঃ॥"

মনুসংহিতা।১০।১০৭

অর্থাৎ,

মহাতপা সপুত্র ভরদ্বাজ মুনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজনবনে বৃধু-নামা সূত্রধরের নিকট হইতে বহুসঙ্খ্যক গোগ্রহণ করেন।



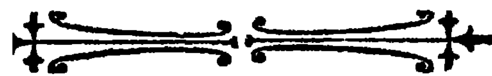
(১৬) তস্য স্বাতন্যমানস্য তং বাণমহমুদ্ধরম্।
স মামুদ্বীক্ষ্য সন্ত্রস্তো জহৌ প্রাণাংস্তপোধনঃ॥

জলার্দ্রগাত্রস্তু বিলপ্য কৃচ্ছ্রং
মর্ম্মব্রণং সন্ততমুচ্ছ্বসন্তম্।
ততঃ সরয্বাং তমহং শয়ানং
সমীক্ষ্য ভদ্রে সুভৃশং বিষণ্ণঃ॥

বাল্মীকিরামায়ণম্।
অযোধ্যাকাণ্ড।৬৩।৫৩—৫৪

অর্থাৎ,—

দশরথ বলিলেন—আমি তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে শল্যমোচন করিলাম। পরে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ত্রাসান্বিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভদ্রে! সেই জলার্দ্রগাত্র মর্ম্মবিদ্ধ তাপসকুমার অতিকষ্টে বিলাপ করিয়া অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সরযূনদীর তীরে প্রাণত্যাগ করিলেন, ইহা দেখিয়া আমি অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম।



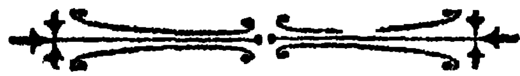
(১৭) "ইমানি ত্রীণি বিষ্টপা তানি ইন্দ্র বি রোহয়।
শিরঃ ততস্য উর্বরাং আত্ ইদং মে উপ উদরে॥"

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৯১।৫

অর্থাৎ,—

হে ইন্দ্র! আমার পিতার মস্তক ও ক্ষেত্র এবং আমার উদরসমীপস্থ প্রদেশ, এই তিনটি স্থান আছে, ইহাদিগকে উৎপাদনশীল কর। অর্থাৎ আমার পিতার মাথায় চুল ও উষরক্ষেত্রকে শস্যোৎপাদনশক্তি এবং আমার গোপনস্থান লোমশূন্য হইয়াছে তথায় লোম দাও।

যাঁহাদের শাপভয়ে ইন্দ্রাদি দেবতারা কম্পিতকলেবর, যাঁহারা তপঃপ্রভাবে গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহাদের আবার এরূপ প্রার্থনা কেন?



(১৮) অজীগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পদ্ বুভুক্ষিতঃ।
নচালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্॥

মনুসংহিতা।১০।১০৫

অর্থাৎ,—

বুভুক্ষিত ঋষি অজীগর্ত্ত নিজ তনয়ের প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, তথাপি 'ক্ষুৎপ্রতীকার ইহার উদ্দেশ্য' বলিয়া তিনি কোনও পাপে লিপ্ত হন নাই।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলে ২৪ সূক্ত হইতে ৩০ সূক্ত পর্য্যন্ত শুনঃশেফের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম কণ্ডিকায়, ভাগবতের নবমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে, বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে ৬১ সর্গে, এবং বিষ্ণুপুরাণে শুনঃশেফের বিষয় লিখিত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, মনুসংহিতায় ও ভাগবতে শুনঃশেফ অজীগর্ত্ত ঋষির মধ্যম পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের উদ্দেশে স্বীয় পুত্র রোহিতকে বলি দিবার জন্য প্রস্তাব করেন। পুত্র অসম্মত হইয়া চলিয়া যান। বরুণদেব অসন্তুষ্ট হইলে রাজার উপর বৃষ্টি হয়। পুত্র রোহিত তাহা শুনিয়া অজীগর্ত্তের নিকট শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়াও পিতাকে দিয়া প্রণাম করেন। রাজা নরমেধদ্বারা বরুণদেবকে তুষ্ট করেন। কিন্তু শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পরামর্শে দেবতাদিগের স্তুতি করিয়া মুক্তিলাভ করেন। রামায়ণের শুনঃশেফ ভৃগুনন্দন ঋচীকের মধ্যম পুত্র। রাজর্ষি অম্বরীষ এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের পশু ইন্দ্রদেব হরণ করিয়া লইয়া যান। রাজা অম্বরীষ পুরোহিতের আদেশে ঋচীকপুত্র শুনঃশেফকে নরমেধ জন্য ক্রয় করিয়া আনেন। শুনঃশেফ রক্তাম্বর পরিধান করিয়া পশুস্বরূপে

যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রের পরামর্শে আগ্নেয় মন্ত্রে অগ্নিকে স্তব করিলে ইন্দ্র ও বিষ্ণু সেই স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করেন। রাজাও তাঁহাদের প্রসাদে সেই যজ্ঞের বহুগুণ ফল লাভ করেন।



দ্বিতীয় সঙ্গীত



স্মুরট—একতালা ।

বেদে স্ত্রী-শূদ্রের নাই অধিকার। (১)
সর্ব্বপূজ্য বেদ, করে নাই ভেদ,
সংহিতা পুরাণ করে'ছে প্রচার

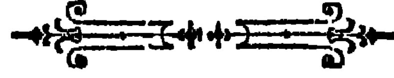
উর্ব্বশী যমী লোমশা অপালা,
বিশ্ববরা নারী বেদমন্ত্র রচিলা, (২)
কবষ (৩) কুক্ষীবান্ (৪), দাসীর সন্তান,
বেদমন্ত্র রচি করিলা বিস্তার।

জানশ্রুতিরাজে জানি শূদ্রজাতি,
দিলেন শিক্ষা রৈক্ক বেদের ভারতী, (৫)
বেদকর্ত্তা যিনি, তাঁর মুখের এ বাণী,
জাতিনির্ব্বিশেষে কর বেদপ্রচার। (৬)

বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রকুলোদ্ভব,
গায়ত্রী গাথা যাঁহার গৌরব,
সবিতার স্তুতি, কবিতা ভারতী,
গায়ত্রী যা দ্বিজের কণ্ঠের হার। (৭)



দ্বিতীয় সঙ্গীতের টীকা

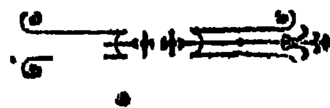


(১) "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং॥"

ভাগবত ১।৪।২৫।



(২) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্ত লোমশানাম্নী ব্রহ্মবাদিনী, পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সূক্ত বিশ্ববরানাম্নী ব্রহ্মবাদিনী, অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্ত অত্রিকন্যা অপালানাম্নী ব্রহ্মবাদিনী, দশম মণ্ডলের ১০ম সূক্ত যমী এবং ৯৫ সূক্ত উর্ব্বশীনাম্নী অপ্সরার রচিত।



(৩) কবষ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২।১৯) ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ইহার প্রসঙ্গ আছে। লিখিত আছে যে একবার সর-

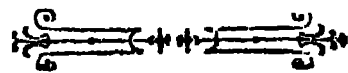
স্বতীতীরে যজ্ঞস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন, ঋষিগণ তাঁহাকে দাসীপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক বলেন—

"দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ।"

কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ১১

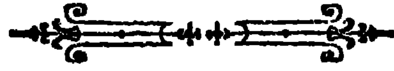
অর্থাৎ,—

তুমি দাসীপুত্র, আমরা তোমার সহিত ভোজন করিব না। এই কবষঋষি ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ও ৩৪, সূক্তের মন্ত্রগুলি রচনা করেন। তদীয় পুত্র তুর পরীক্ষিৎ-তনয় মহারাজ জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন।



(৪) কুক্ষীবানের বিষয় মহাভারতে, মৎস্যপুরাণে ও বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, কলিঙ্গরাজ সন্তানকামনায় তাঁহার রাজ্ঞীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বয়ং না যাইয়া দাসী উশিজকে পাঠাইয়া দিলেন। মুনি উশিজের গর্ভে কুক্ষীবান্ নামে সন্তান উৎপন্ন

করিলেন। কুক্ষীবান্ কালে প্রসিদ্ধ ঋষি হইলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১১৬ সূক্ত হইতে ১২১ সূক্ত পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

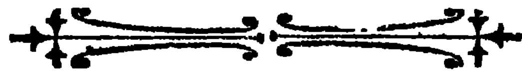


(৫) ছান্দোগ্যোপনিষদে চতুর্থ প্রপাঠকের অন্তর্গত জানশ্রুতি আখ্যায়িকায় লিখিত আছে,—রৈক্কঋষি জানশ্রুতি রাজাকে শূদ্র জানিয়াও বার বার তাঁহাকে শূদ্র শব্দে সম্বোধন করিয়া পশ্চাৎ বেদবাক্যদ্বারা সংবর্গবিদ্যা শিক্ষা দেন।

"স তস্মৈ হোবাচ—বায়ুর্বাব সংবর্গ।"

ইত্যাদি।

তিনি (অর্থাৎ রৈক) তাঁহাকে (অর্থাৎ শূদ্রকুলোদ্ভব জানশ্রুতিকে) বলিলেন বায়ুই সংবর্গ।

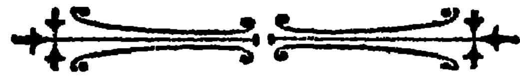


(৬) "যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানী জনেভ্যো-ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়।"

যজুর্ব্বেদ ২৬ অধ্যায় ২য় মন্ত্র।

অর্থাৎ,—

বেদকর্ত্তা শিষ্যদিগের হৃদয়ে রচনা ও বেদবিহিত জ্ঞান নিহিত করিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি যেমন এই চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী বেদলক্ষণা বাণী সকলমনুষ্যকে উপদেশ দিলাম, তোমরাও তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র দাস দাসী এবং অতিশূদ্র চণ্ডালপ্রভৃতিকে উপদেশ দিবে।



(৭) "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি,
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥"

ঋগ্বেদসংহিতা ৩। ৬২। ১০

সায়নাচার্য্য সবিতৃশব্দের পরমেশ্বর ও সূর্য্য দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সায়নসম্মত ব্যাখ্যা,—

"যঃ সবিতা সূর্য্যঃ ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ প্রসবিতুর্দ্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎ সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ং ভর্গঃ পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি"।

জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত।

আমরা সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি, যাঁহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।

(৺সত্যব্রত সামশ্রমী)

সবিতৃদেবের বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন।

(৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজকে ধ্যান করি।

(৺রমেশচন্দ্র দত্ত।)



তৃতীয় সঙ্গীত।



মুলতান—একতালা।

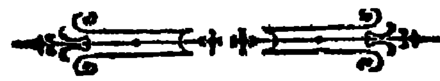
এত ঘৃণা অবিচার।
তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী (১) জ্ঞানে আসে কার?।
যদি ফল খায় দ্বিজ তরু'পরে,
চণ্ডাল সে মূল পরশন করে,
প্রায়শ্চিত্ত-বিধান, সবসনে স্নান,
র'বে নিশি অনাহার। (২)

দ্বিজে পরশনে, হরিবে জীবনে, (৩)
শূদ্রনাম হ'বে নিন্দিত; (৪)
গব্যরস-পানে, শাস্ত্রের বিধানে,
শূদ্রজন হ'লো বঞ্চিত; (৫)
স্ব-ধনেতে শূদ্রের নাহি অধিকার,

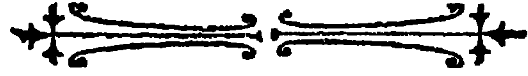
ইচ্ছা হ'লে দ্বিজ হ'রে ল'বে তার, (৬)
মণ্ডূক মার্জ্জার, বধে—সে প্রকার
শূদ্রবধ-ব্রতাচার। (৭)

সর্ব্ব পাপ ক'রে, দ্বিজ যা'বে ত'রে,
বিধান্ করিলে শাস্ত্রে তার ; (৮
মূর্খ পাপাচারী, দ্বিজনামধারী,
পরমদেবতা তবু সবার ; (৯)

এত অত্যাচারের শাস্ত্রে আছে কথা,—
শূদ্রতপস্বীর কাটাইলে মাথা, (১০)
নাসাকর্ণ-ছেদ, শলাকার ভেদ,
দ্বিজেতর জাতির নাহি নিস্তার। (১১)



তৃতীয় সঙ্গীতের টীকা।



(১) "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

ঈশোপনিষদ্। ৬ শ্রুতি।

অর্থাৎ,—

যিনি সমস্ত বস্তুকে পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত দেখেন, এবং পরমাত্মাকে সকল বস্তুতে বর্ত্তমান দেখেন, তিনি আর কোনও বস্তুকে ঘৃণা করেন না।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

গীতা ৫।১৮

অর্থাৎ,—

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীতে তত্ত্বজ্ঞানীদের সমান দৃষ্টি।



(২) "ব্রাহ্মণো বৃক্ষমারূঢ়শ্চণ্ডালো মূলসংস্পৃশঃ।
ফলান্যত্তি স্থিতং তত্র প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ?॥
ব্রাহ্মণান্ সমনুজ্ঞাপ্য সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ।
নক্তভোজী ভবেদ্বিপ্রো ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি॥"

অত্রিসংহিতা ১৭৪-১৭৫

অর্থাৎ,—

ব্রাহ্মণ বৃক্ষে উঠিয়া ফল খাইতেছেন, এমন সময়ে যদি চণ্ডাল সেই বৃক্ষের মূল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি ক্রমে ঐ ব্রাহ্মণ সবস্ত্র হইয়া (বস্ত্রান্তর গ্রহণ না করিয়া) স্নান এবং ঘৃত ভোজনপূর্ব্বক একদিন নক্তব্রত (রাত্রিভোজন) করিলে শুদ্ধ হইবে।



(৩) "কামকারেণ চাস্পৃশ্যো বধ্যস্ত্রৈবর্ণিকং স্পৃশন্।"

বিষ্ণুসংহিতা ৫।১০৩।

অর্থাৎ,-

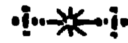
অস্পৃশ্য জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে তাহাকে বধ করিতে হইবে।



(৪) "জুগুপ্সিতং শূদ্রস্য ॥"

বিষ্ণুসংহিতা ২৭।৯।

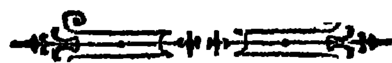
অর্থাৎ,—শূদ্রের নাম ঘৃণিত হইবে।



(৫) "নোচ্ছিষ্টহবিষী"

বিষ্ণুসংহিতা ৭৯।৪৯।

অর্থাৎ,—দাস ব্যতীত শূদ্রকে ষ্ট এবং যে কোন শূদ্রকে হবিঃ প্রদান করিবে না।



---

(৬) "বিশ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥"

মনুসংহিতা ৮।৪১৭।

অর্থাৎ,—

ব্রাহ্মণ বিশ্রব্ধচিত্তে দাস শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন; যেহেতু শূদ্রের নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদায় ধন ভর্ত্তৃহার্য্য।

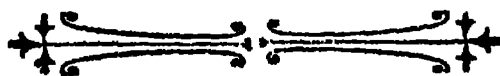


(৭) "মার্জ্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেবচ।
শ্বগোধোলূককাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥"

মনুসংহিতা ১১।১৩২।

অর্থাৎ,—

ভ্রমতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক ইহাদের একটিকে বধ করিলে শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।



(৮) "ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্য্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্ ॥"

মনুসংহিতা ৮।৩৮০।

অর্থাৎ,—

সর্ব্বপাপের পাপী হইলেও কদাচ ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না, পরন্তু সমস্ত ধনের সহিত অক্ষতশরীরে উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিবে।

(৯) "অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ ॥
শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি।
হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্তন্তে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ পরমং দৈবতং হি তৎ ॥"

মনুসংহিতা ৯।৩১৭-৩১৯।

অর্থাৎ,—

ব্রাহ্মণ সংস্কৃত হউক অসংস্কৃত হউক; অগ্নি যেমন মহতী দেবতা, তদ্রূপ অবিদ্বান্ই হউক আর বিদ্বান্ই হউক, ব্রাহ্মণ

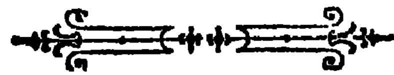
দেবতাস্বরূপ। মহাতেজা অগ্নি যেমন শ্মশানে থাকিয়াও অপবিত্র হয় না বরং যজ্ঞকার্য্যে হূয়মান হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরা যদি নিন্দিতকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, তথাপি তাঁহারা সকলের পূজ্য, যেহেতু ব্রাহ্মণ পরমদেবতাস্বরূপ।

আবার একটি সংস্কৃত বচন আছে—

"অনাচারো দ্বিজঃ পূজ্যো নচ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অভক্ষ্যভক্ষকা গাবঃ শূকরঃ কুশমূলভুক্॥"

অর্থাৎ,—

দ্বিজ অনাচারী হইলেও পূজ্য, শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও পূজনীয় নহে; যেমন বিষ্ঠাভোজী গোরুও পবিত্র, কিন্তু পবিত্র কুশমুলভোজক শূকর অপূজ্য ও ঘৃণার্হ।



(১০) "শূদ্রযোন্যাঃ প্রজাতোঽস্মি তপ উগ্রং সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ॥
ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বূকং নাম নামতঃ॥

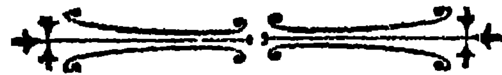


ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্।
নিষ্কাস্য কোশাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ" ॥

বাল্মীকিরামায়ণম্।
উত্তরকাণ্ড ৮৯।২—৪

অর্থাৎ,—

মহাযশস্বিন্ রাম! আমি শূদ্র জাতিতে জন্মিয়াছি। কঠোর তপস্যাদ্বারা দেবলোক জয় করিবার ইচ্ছা এবং সশরীরে দেবতা হইবার বাসনা করি। হে কাকুৎস্থ রাম! আমি আপনার নিকটে মিথ্যা কথা বলিতেছি না। আমার নাম শম্বুক, আমি শূদ্র। সেই শম্বূকের এই কথা শেষ হইতে না হইতেই রঘুনন্দন রাম কোষ হইতে উজ্জ্বল বিমল খড়্গ বাহির করিয়া তাহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন



(১১) "ব্রাহ্মণান্ বাধমানস্তু কামাদবর-বর্ণজম্।
হন্যাচ্চ তৈর্ব্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ ॥"

মনুসংহিতা ৯।২৪৮



অর্থাৎ,—

শূদ্রবর্ণ যদি কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা মানসিক পীড়া দেয়, তবে রাজা নাসিকা কর্ণ ছেদাদি বিবিধ উদ্বেগজনক বধোপায়-দ্বারা তাহাকে বধ করিবেন।

"একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হি সঃ॥"

মনুসংহিতা ৮। ২৭০

অর্থাৎ,—

একজাতি অর্থাৎ শূদ্রজাতি যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে; কারণ জঘন্যস্থান হইতে তাহার জন্ম হইয়াছে।

"নামজাতিগ্রহন্ত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ" ॥

মনুসংহিতা ৮। ২৭১

অর্থাৎ,—

শূদ্র যদি নাম ও জাতি তুলিয়া দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে, তবে একগাছা জ্বলন্ত দশাঙ্গুল লৌহময় শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

"ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্তে, শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ" ॥
মনুসংহিতা ৮। ২৭২

অর্থাৎ,—

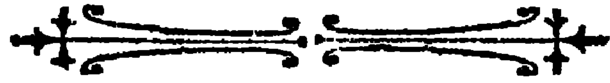
দর্পিতভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন।

"সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ" ॥
মনুসংহিতা।৮।২৮১

অর্থাৎ,—

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন ইচ্ছা করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্তশলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন; অথবা যেন না মরে এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। "যেন না মরে এইরূপে পাছা কাটিয়া দিবেন" মনুমহাশয়ের টীকাকার কল্লুকভট্টের এটি কি দয়াপ্রকাশক বাক্য?

চতুর্থ সঙ্গীত



ইমন্—তিওট।

ঋষি গো তা'দের পূজা পাবে
তোমরা কোন গুণে ?
যা'রা হ'লো ভাগ্যহীন চিরদিন
তোমাদের বিধানে। (১)

ল'ভিলে যে জ্ঞান কঠোর সাধনে,
শূদ্র হ'লো না অধিকারী সে ধনে,
অধিক কি ক'ব কথা,
শুন্‌লে সেই বেদের গাথা,
দ্রব সীস ঢেলে দিতে গো তা'দের কাণে। (২)

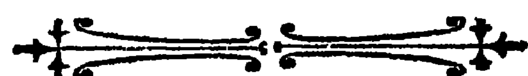
জ্ঞান ধর্ম্ম আর ব্রত উপদেশ, (৩)
শূদ্রে দিবে না দিলে এ আদেশ,

র'বে চিরদিন হইয়ে দাস,
উচ্ছিষ্ট কর্‌বে গরাস,
র'বে জীর্ণ মলিন বাস পরিধানে। (৪)

অশেষ দুর্গতি তা'দের করিলে,
তপস্যায় তত্ত্ব-জ্ঞান এই কি লভিলে,
তারা না হয় ছিল অজ্ঞান,
কর্‌লে কৈ শিক্ষার বিধান,
বল্‌লে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" কোন জ্ঞানে?। (৫)



চতুর্থ সঙ্গীতের টীকা।

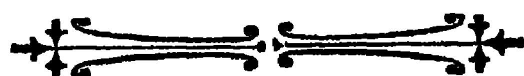


(১) "শূদ্রস্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪১৩
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি ॥"

মনুসংহিতা। ৮।৪১৩-৪১৪

অর্থাৎ,—

ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, শূদ্রদ্বারা তিনি দাস্য কর্ম্ম করাইয়া লইবেন। যেহেতু বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শূদ্র স্বামিকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না, দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক। অতএব কে তাহাকে উহা হইতে বিমুক্ত করিতে পারে?



(২) "বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণ-মুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ।"

গৌতমসংহিতা ১২ অধ্যায়।

অর্থাৎ,—

শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে তাহা হইলে রাজা সীস এবং জতু গলাইয়া তাহার কর্ণ-রন্ধ্রে ঢালিয়া বুঁঝাইয়া দিবেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন। এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে যে অঙ্গে ধারণ করিবে সেই অঙ্গ ভেদ করিবেন।



(৩) "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥"

মনুসংহিতা।৪।৮০

অর্থাৎ,—

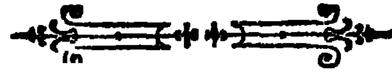
শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে উপদেশ দিবে না,—দাসভিন্ন উচ্ছিষ্ট দিবে না, হুতশেষ দিবে না, কোন ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিবে না, কিম্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না।

"যো হ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥"

মনুসংহিতা।৪।৮১

অর্থাৎ,—

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃতনামক নরকে নিমগ্ন হইবেন।



(৪) "ধারণং জীর্ণবস্ত্রস্য বিপ্রস্যোচ্ছিষ্টভোজনং।"

হারীতসংহিতা।২।১৩

অর্থাৎ—

শূদ্র জীর্ণবস্ত্র পরিধান ও বিপ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে।



(৫) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" এইটি বেদের মহাবাক্য। ইহার অর্থ "সমস্তই ব্রহ্ম।"

পঞ্চম সঙ্গীত।



ভরদ্বাজ উবাচ—কো ব্রাহ্মণঃ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কে ?

ব্রহ্মোবাচ—ব্রহ্মবিৎ সএব ব্রাহ্মণঃ। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন।

নিরালম্বোপনিষদ্।

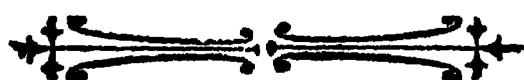
পরোজ—কাওয়ালী।

কি—ব্রাহ্মণ কারণ জাতিজনক হ'বে ?
ব্রহ্মা ত কারণ নহে ব্রহ্মায় উদ্ভব সবে। (১)
"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীত্" (২)
অপৌরুষেয় বেদভাষিত,
ব্রহ্ম-পদাঙ্গুষ্ঠ-জনিত,
দক্ষ ত ব্রাহ্মণ্য লভে। (৩)

জপিয়ে গায়ত্রী মাতা,
ব্রাহ্মণ্য ল'ভেছে কোথা ? (৪)
যজ্ঞসূত্রে অযোগ্যতা (৫)
কভু কি নাশ্‌বে ?

ধর্ম্ম ব্রহ্ম বেদবেদ্য, (৬)
যে জনার তপঃসাধ্য,
সেই ত জগত-আরাধ্য,
ব্রাহ্মণ তাঁহারে ক'বে ॥

পঞ্চম সঙ্গীতের টীকা।

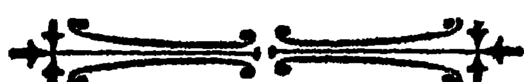


(১) "ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব ন
ন শূদ্রো নচ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ॥
ব্রহ্মণস্তু সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বে তে কিং ন ব্রাহ্মণাঃ।
ন বর্ণৈনচ জনকাদ্‌ব্রহ্মতেজঃ প্রপদ্যতে॥

শুক্রনীতি।১।৩৮—৩৯

অর্থাৎ,—

এই জগতীতলে জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র ম্লেচ্ছ ইত্যাদি রূপ নির্দ্দেশ হইতে পারে না; যেহেতু ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি মানবগণ সকলেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা হইলে সকলকেই ব্রাহ্মণ হইতে হয়। বাস্তবিক মনুষ্যগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের দ্বারাই বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, বর্ণদ্বারা অথবা জনকের দ্বারা কেহই ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিতে পারে না।



(২) "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

ঋগ্বেদসংহিতা।১০।৯০।১২

অর্থাৎ,—

পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা ছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় মুখ হইতে শুধু ব্রাহ্মণের উৎপত্তি নহে আরও অনেকের উৎপত্তির কথা আছে—

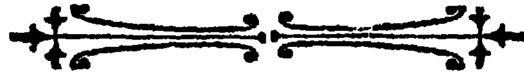
"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুখস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতানবসৃত গায়ত্রীচ্ছন্দো রথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যো মুখতো হ্যসৃজ্যতো রসঃ। ইত্যাদি।

তৈত্তিরীয়সংহিতা।
৭।১।১—৪—৯

অর্থাৎ,—

প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন "আমি জন্মিব" তিনি মুখ হইতে ত্রিবৃৎ নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে অগ্নিদেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ,

রথন্তর সাম, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুদিগের মধ্যে অজ (ছাগ) মুখ হইতে উৎপন্ন হইল।

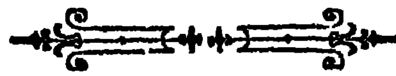


(৩) "দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতি হইয়াছিলেন ?"

হিন্দুশাস্ত্র।

"শরীরানথ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্ প্রজাপতেঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত ॥"

মৎস্যপুরাণ।৩।৯



(৪) "বেদমাতৃজপেনৈব ব্রাহ্মণো নহি শৈলজে।
ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি ! তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥"

নীলতন্ত্র।

নবত্রিংশ পটল।

অর্থাৎ,—

হে পার্ব্বতি! কেবলমাত্র সন্ধ্যাগায়ত্রী—জপের দ্বারাই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় তাহা নহে, যখন মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখনই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

"ইষ্টীশ্চ বিবিধাঃ প্রাপ্য ক্রতূংশ্চৈবাপ্তদক্ষিণান্।
প্রাপ্নোতি নৈব ব্রাহ্মণ্যমবিধানাৎ কথঞ্চন॥"

মহাভারত। মোক্ষাধ্যায়।
৭৭।২—৪

অর্থাৎ,—

ঋক্, যজুঃ এবং সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায়, তাহা নহে। ২

ব্রাহ্মণ্যলাভের প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় না। ৪



(৫) ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥
অত্রিসংহিতা। ৩৭২

অর্থাৎ,—যে ব্রাহ্মণ বেদ ও পরমাত্মার তত্ত্ব কিছুই জানে না, অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করেন, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ পশু বলিয়া খ্যাত হন।



(৬) "ধর্ম্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে।"

বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম্ম আর ব্রহ্ম। যিনি তপস্যাদ্বারা সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন তিনিই ব্রাহ্মণ,—জগজ্জনের আরাধনীয়। দেখ—

"বেশ্যাগর্ভসমুৎপন্নো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
দাসীগর্ভসমুৎপন্নো নারদশ্চ মহামুনিঃ॥
কৈবর্ত্তীগর্ভ উৎপন্নো ব্যাসশ্চৈব মহামুনিঃ।
ক্ষত্রিয়াগর্ভ উৎপন্নো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ॥
মৃগীগর্ভসমুৎপন্ন ঋষ্যশৃঙ্গো মহামুনিঃ।
কুম্ভাচ্চৈব সমুৎপন্নো অগস্ত্যশ্চ মহামুনিঃ॥



শূদ্রীগর্ভসমুৎপন্নঃ কুশিকশ্চ মহামুনিঃ।
'তপসা ব্রাহ্মণো ভূয়াৎ তস্মাজ্জাতির্ন কারণম্॥"

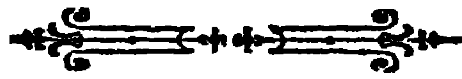
কিং তপঃ ?

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেতি অপরোক্ষজ্ঞানাৎ অখিলব্রহ্মাদ্যৈশ্বর্য্যশান্তিসঙ্কল্পবীজসন্ন্যাসস্তপঃ।"

নিরালম্বোপনিষদ্।

"ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মাদি নিখিল ঐশ্বর্য্যনিবৃত্তিরূপ মানসপূর্ব্বক যে সন্ন্যাস, তাহাই তপঃ।

উপসংহার-সঙ্গীত



ভৈরবী—একতালা।

বৈষম্যে কি সুখ, বাড়িবে কি দুঃখ,
দেখ দেখ, একবার ভাবিয়ে মনে

ভাষা পরিচ্ছদ ধন স্ত্রী বৈষম্য,
বর্ণ—দেশভেদে জাতীয় বৈষম্য,
এ রম্য ভারতে নাহি তাই সাম্য,
কাম্যফল নাহি দানে।

বিদ্বেষে দেশের জ্বলিছে অন্তর,
জনে জনে দেখ আছে মতান্তর,
এ সকল ল'য়ে চলিবে কি ঘর?
পর পর সদা দেখ রে নয়নে।

জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত।

নিরন্তর অন্তরে (যদি) শান্তিসুখ চাও
ভ্রাতৃভাবে (সবে) প্রেমালিঙ্গন দাও
নয়ন-আসার * যতনে মুছাও,
যাও যাও দীনের কুটীর-ভবনে।

---

* আসার—বৃষ্টিধারা।

রাজপ্রশস্তি-সঙ্গীত।

(বিগত দিল্লীর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রচিত)

ভৈরবী—একতালা।

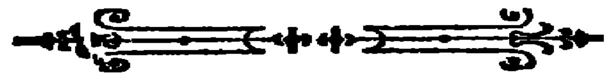
জয় জয় রবে, গাও আজি সবে,
সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের বিজয়।
যাঁর প্রচণ্ডপ্রতাপে, হিমাচল কাঁপে,
ভয়ে রবি রাজ্যে অস্ত নাহি হয়।

বৈষম্য-পীড়িত আজি এ ভারতে,
সাম্যের পতাকা উড়ে পথে পথে,
নাহি বিড়ম্বনা বাসনা পূরা'তে,
সুবাতাস সদা বয়।

জাতি-নির্ব্বিশেষে সুশিক্ষাবিধান,
জাতিনির্ব্বিশেষে করেন দণ্ডদান,
জাতিনির্ব্বিশেষে রাজপদে স্থান,
(পালেন) সুতসম প্রজাচয়।

জিজ্ঞাসা-সঙ্গীত।

ধর্ম্মনীতি-পূর্ণ এ রাজ্যশাসনে,
ভারতের দুঃখনিশা-অবসানে,
এ রাজ-কল্যাণ মাগ ঈশস্থানে,
ভারতনিবাসিচয়।



গ্রন্থ সমাপ্ত।



শান্তিপাঠঃ।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।
জনেষু চ দ্বিজজনতাত্মদৃষ্টিতাং
করোত্বলং ভুবনপতিং তদর্থয়ে॥

আমি বিশ্বপতির নিকট ইহাই প্রার্থনা করি যে,—রাজা প্রজাগণের হিতার্থে প্রবৃত্ত হউন, বেদোজ্জ্বলা বা শ্রুতিমধুরা সরস্বতী পরিত্যক্তা না হউন, এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজনকে নিজ জন বলিয়া ব্যবহার করুন।

